মেরী কুরি

ইবি লেপস্কি

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



চিত্রাঙ্কনঃ পাওলো কারডোনি



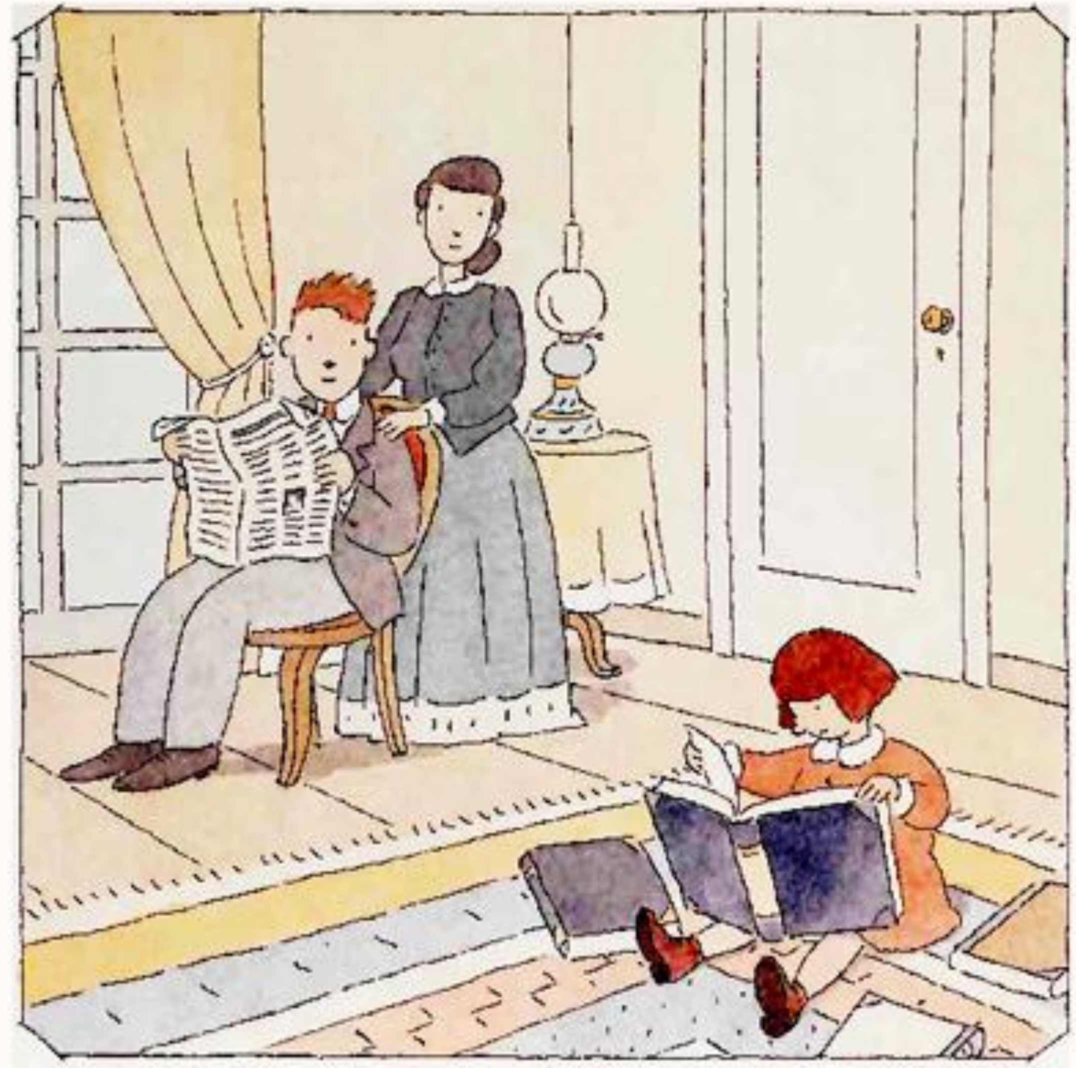
মেরী ছোট থেকেই খুব লাজুক,স্পর্শকাতর, আর আবেগপ্রবণ ছিল। সে সবকিছু খুবই নিষ্ঠাসহকারে ও বিচার বিবেচনা করে করত।



অন্যায় কিছু হতে দেখলেই সে মানতে পারত না, কাঁদতে শুরু করত।

সে পরিবারের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল। তাদের মা সবাইকে ভারি মজার মজার ডাক নামে ডাকতেন। মেরী যেহেতু সবার ছোট ছিল তার অনেক ডাক নাম ছিল- মান্যা, মান্যুসিয়া, মান্যুসিনা, আন্সুপেচিও।

শেষের যে মজার নামটা, সেটা আসলে তার মা তাকে খুব ছোট বয়সে দিয়েছিলেন, যখন সে খুব ছোট। দোলনায় দোলাতে দোলাতে তাকে এই নামেই ডাকতেন তার মা।



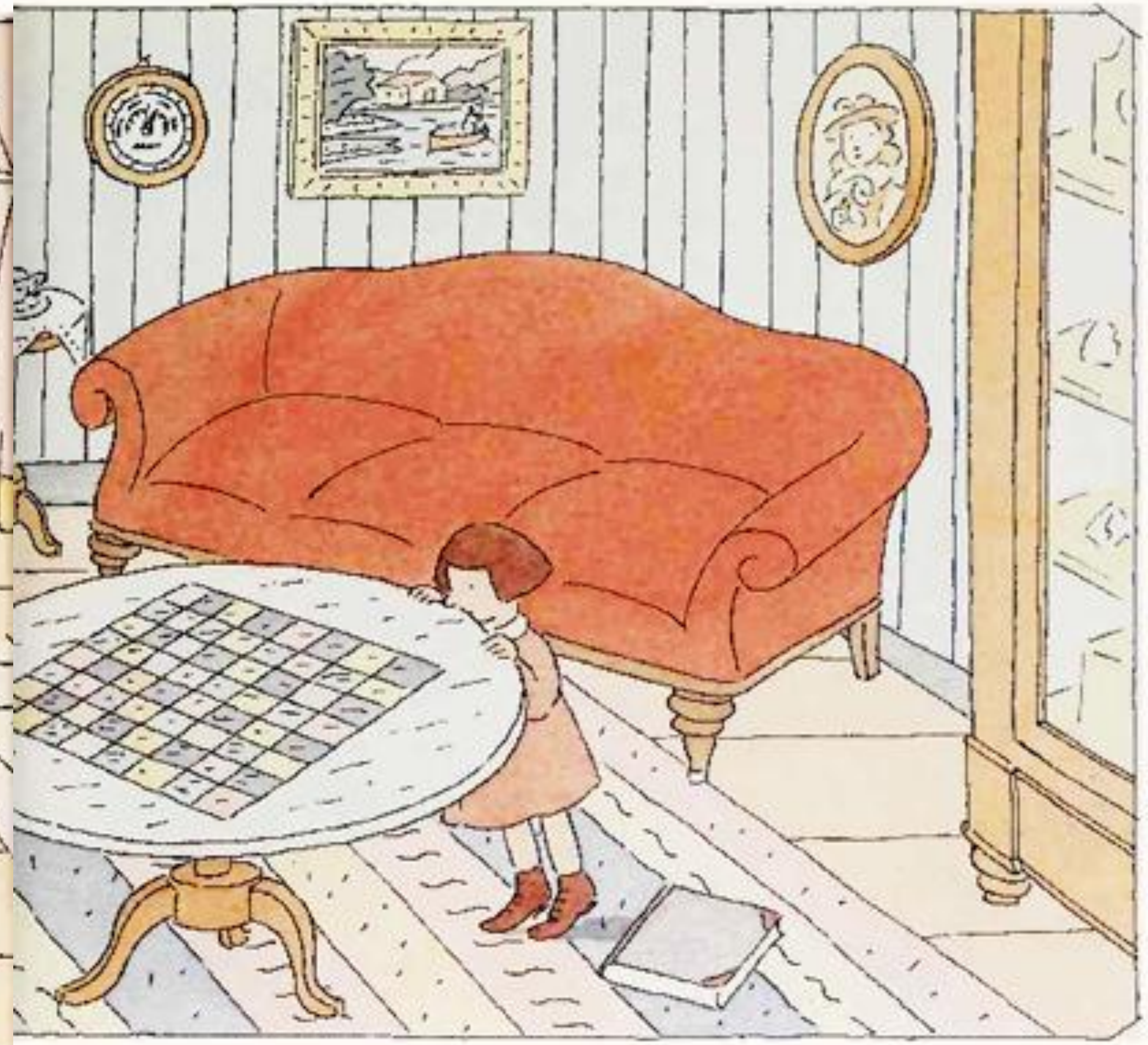
ছোট থেকেই মেরী বইয়ের পোকা ছিল।

যখন সে হাঁটতে বা কথা বলতে শেখেনি তখনও সে কার্পেটের উপর বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টাত, একটার পর একটা।

“ভারি অদ্ভুত তো!” তার মা একদিন তার বাবাকে বললেন, “আমি দেখি আমাদের মান্যুসিয়া, মান্যুসিনা, আন্সুপেচিও কি মনোযোগ দিয়ে ছবি ছাড়া বইগুলোর পাতা উল্টাতে থাকে, একটার পর একটা! কি দেখে ও?”

পরে তিনি ভাবলেন, “হয়ত মেরীর ওই পাতার খসখসানি আওয়াজ শুনতে ভাল লাগে!”





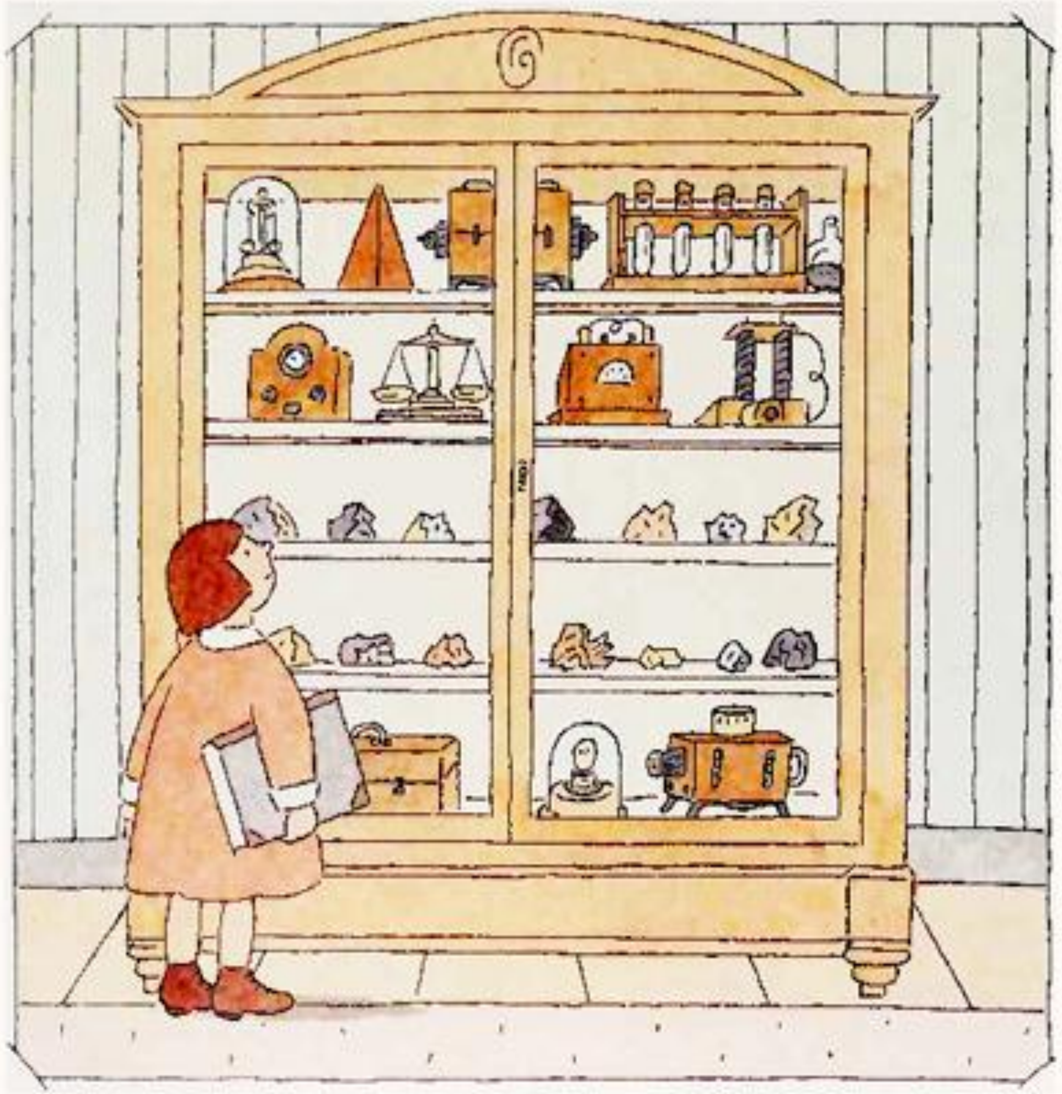
মেরীর বাড়ি ছিল পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে।

প্রতিদিন সকালে সব ভাই বোনেরা স্কুলে চলে গেলে মেরী সারা বাড়ি আপনভোলা দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াত, আর সবশেষে পায়ে পায়ে বসার ঘরে ঢুকত।

তার বসার ঘরটা দারুন ভাল লাগত।

তার ওই ঘরের সবকিছুই ভাল লাগত- বিশাল বড় বইয়ের আলমারি ভরা বই, মেহগনি কাঠের অনেক ড্রয়ারওয়ালা লেখার ডেস্ক,

লাল ভেলভেটের সোফা, নীলচে ছাই রঙা ঘড়ি, ফ্রান্স থেকে আনা দামী কাপ প্লেট যা সবার হাত দেওয়া মানা ছিল, উপরে দাবার ছক ওয়ালা টেবিল, আর একটা ব্যারোমিটার যা মেরীর বাবা বিশেষ বিশেষ দিনে পরিষ্কার করতেন।



কিন্তু সবচেয়ে যেটা তার পছন্দের ছিল তা হল একটা কাঁচের ক্যাবিনেট যাতে অসংখ্য ছোট ছোট আর অদ্ভুত জিনিস থাকত। তার মধ্যে ছোট্ট কাঁচের টিউব, ছোট্ট স্কেল, অদ্ভুত আর জটিল সব যন্ত্রপাতি যেগুলো কি কাজে আসে মেরীর বোধগম্য ছিল না আর ছিল অনেক বিদ্ঘুটে রঙের পাথর।

কয়েকটি ছিল গাঢ় নীল রঙের ডোরা কাটা। কয়েকটার গায়ে ছোট ছোট টিবি মতন ছিল। ওগুলো রূপোর তৈরি ছিল। কয়েকটা ছিল স্বচ্ছ, বরফের টুকরোর মত। হলুদ, নীল নানান রঙের সব পাথর থরে থরে সাজানো ছিল, তার মধ্যে মেরীর সবচেয়ে প্রিয় ছিল গোলাপী রঙের একটা পাথর।

মেরীকে কখনো তার ওই প্রিয় জিনিসগুলো নিয়ে কিছুই বলত না কাউকে। প্রতিদিন সে একটা করে নতুন জিনিস আবিষ্কার করত ক্যাবিনেটে। তার খুব ইচ্ছে করত ঐ জিনিসগুলো ছুঁয়ে দেখতে।



একদিন তার বাবা তাকে ঐ কাবিনেটের সামনে আবিষ্কার করলেন।

তিনি হেসে বললেন, “আমার এই ফিসিক্সের যন্ত্রপাতিগুলো তোমার এত ভাল লাগে, মান্যুসিয়া!”

ফিসিক্সের যন্ত্রপাতি! আচ্ছা, এই দারুন জিনিসগুলোকে তাহলে এই বলে!

মেরীর বাবা তার আগ্রহ দেখে ক্যাবিনেটটা খুলে তাকে সব জিনিস হাতে নিয়ে দেখতে দিলেন।

তিনি তাকে বোঝালেন যে এই পাথরগুলো নানান রঙ হল নানান মিনারেলের জন্য, আর ঐ দারুন গোলাপী পাথরটা হল কোয়ার্টজ। আর ঐ অদ্ভুত বস্তু হল ইলেক্ট্রোস্কোপ। আর ছোট ছোট টিউবের মত জিনিসগুলো হল টেস্ট টিউব।

ফিসিক্সের প্রফেসর, মেরীর বাবা তাকে বোঝালেন যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হয় আর তার জন্য ওইসব যন্ত্রপাতি লাগে।



পরের দিন, মেরীর মা মেরীর জিভের ডগায় একটা ছোট, সবুজ দাগ দেখলেন।

কি হতে পারে? কোনো রোগ হয়নি তো? তার মা ভয় পেয়ে গেছিলেন প্রথমে। তারপর আস্তে আস্তে রহস্য ভেদ হল।

মেরী কাঁদতে কাঁদতে জানাল যে সে সবুজ কালি চেখে দেখছিল।

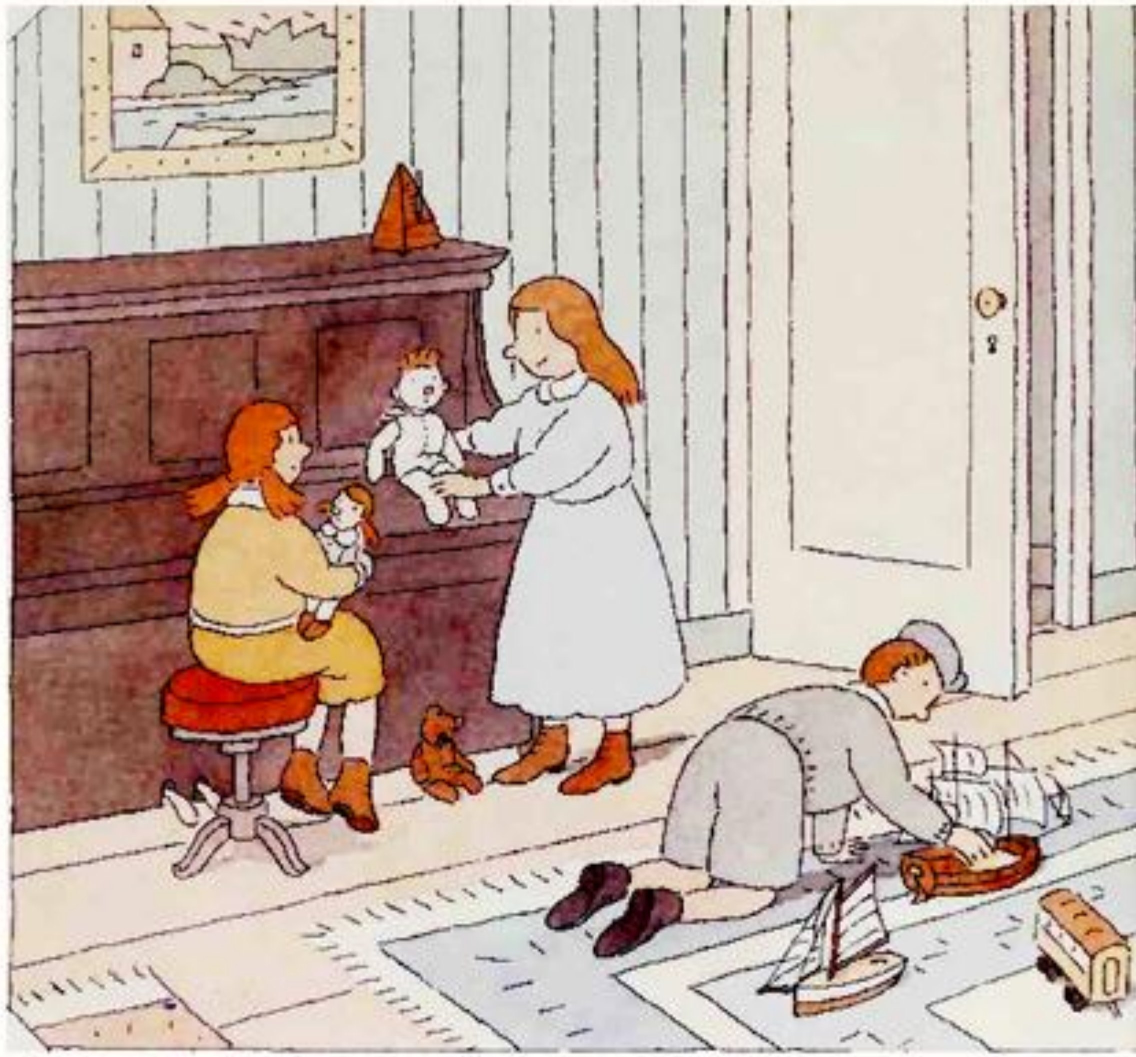
তার মা তাকে খুব বকুনি দিলেন আর এক গ্লাস দুধ খেয়ে নিতে বললেন, ঢকঢক করে।



পরে মেরীর বাবা তাকে সবুজ কালি নিয়ে প্রশ্ন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন এই অদ্ভুত কান্ড সে কেন করল। মেরী বলল সে সবুজ কালি খেয়ে পরীক্ষা করছিল তার স্বাদ কেমন। সবুজ রঙের যা যা জিনিস হয় সেগুলোর মত কিনা যেমন পালং শাক, মটর, পার্স্লে, পুদিনা, লজেন্স। সে দেখতে চাইছিল সব সবুজ জিনিসের স্বাদ একরকম কিনা।

তার বাবা অবাক হয়ে বললেন, "আঃ! আঃ!"

তারপর তিনি মেরীর মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আমার মনে হয় মান্যুসিয়া একটা ছোট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করল আজ!"



প্রতিদিন রাতে, শুতে যাবার আগে, বাচ্চারা সবাই তাদের মা বাবার সাথে বসার ঘরে একসঙ্গে বসত।

তারা কেউ ছবির বই উল্টে পালটে দেখত, কেউ বা খেলত। তাদের মা বাবা নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন।

কখনো কখনো তাদের মা বই পড়তেন, কখনো পিয়ানো বাজাতেন, কখনো বা বাচ্চাদের জুতো বানাতেন। মেরীর মায়ের কাছে কোনো কাজই ফেলনা ছিল না। তিনি জুতো বানাতে শিখেছিলেন।



তাদের মা যখন জুতোর পেরেক ঠুকতেন, বাচ্চারা তা শুনত। সেই শব্দ একটা দারুন বার্তা বয়ে নিয়ে যেত তাদের জন্য।

লম্বা ছুটির পর এক সন্ধ্যেতে, যখন সবাই বসার ঘরে যে যার কাজ করছিল, হঠাত তাদের বাবা ইশারায় যে যা করছিল বন্ধ করতে বললেন। সেদিন ব্রন্যা স্কুলের পড়া করার চেষ্টা করছিল, সে পড়তে শিখছিল।



বাবা ব্রন্যার জন্য প্রতিটা অক্ষরের কাগজের কাট আউট এনে দিয়েছিলেন, তার অক্ষর পরিচয়ের জন্য। কিন্তু ব্রন্যা কিছুতে পড়তে শিখছিল না।

সেদিনও সে কার্পেটের উপর বসে হাঁটুর উপর বই খুলে পড়ার চেষ্টা করছিল। সে জোড়ে জোড়ে আমতা আমতা করে অক্ষরগুলো হোঁচট খেতে খেতে পড়ার চেষ্টা করছিল।

তখনই হঠাত তার পাশে বসা অনেক ছোট মেরী তার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে পুরো পাতাটা গড় গড় করে পড়ে ফেলল। সে পাতা উল্টালো পরের পাতাটা পড়ার জন্য!

আর তখনই মেরী লক্ষ্য করল ঘরে সবাই স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই অবাক হয়ে তাকেই দেখছিল।

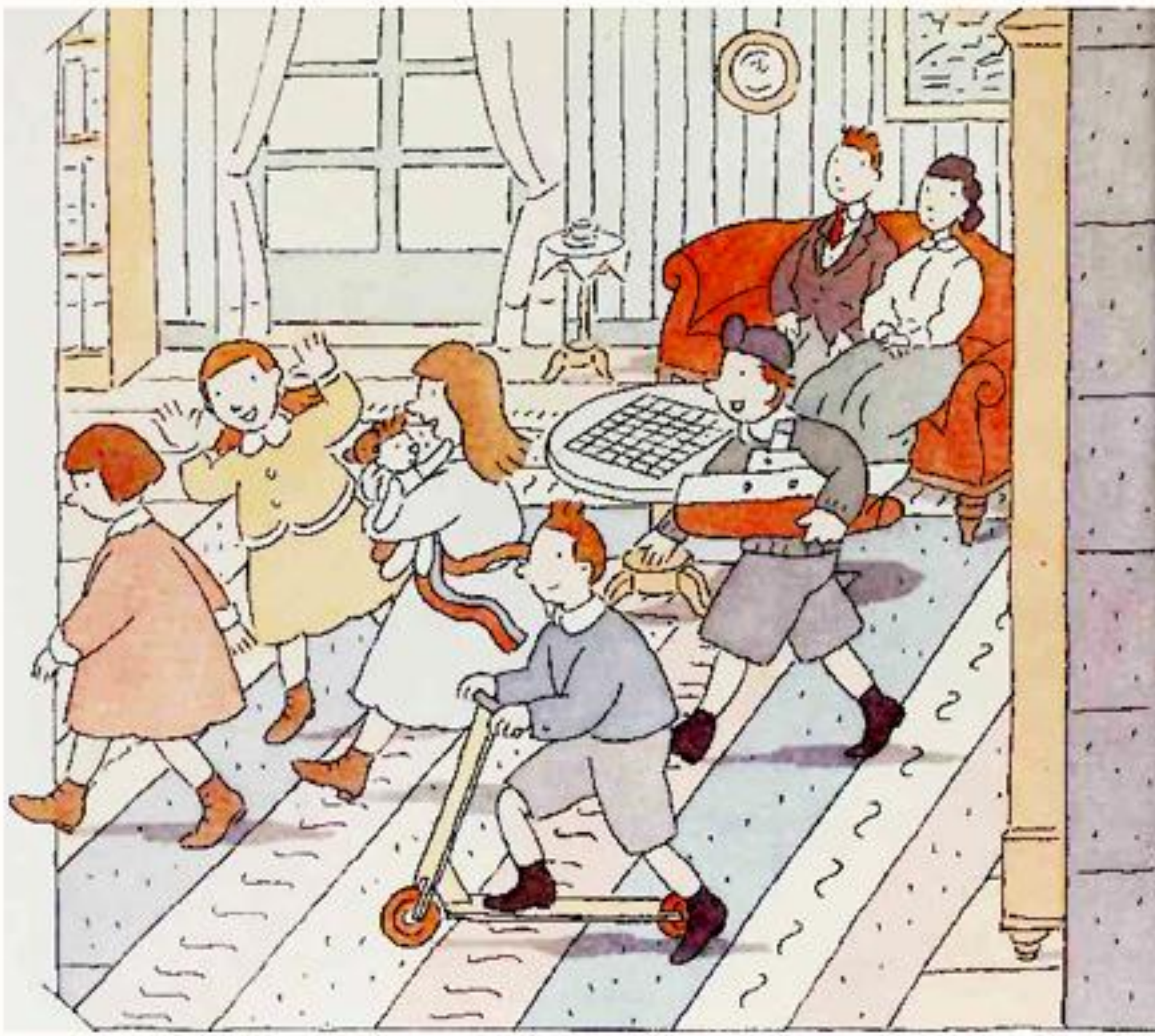


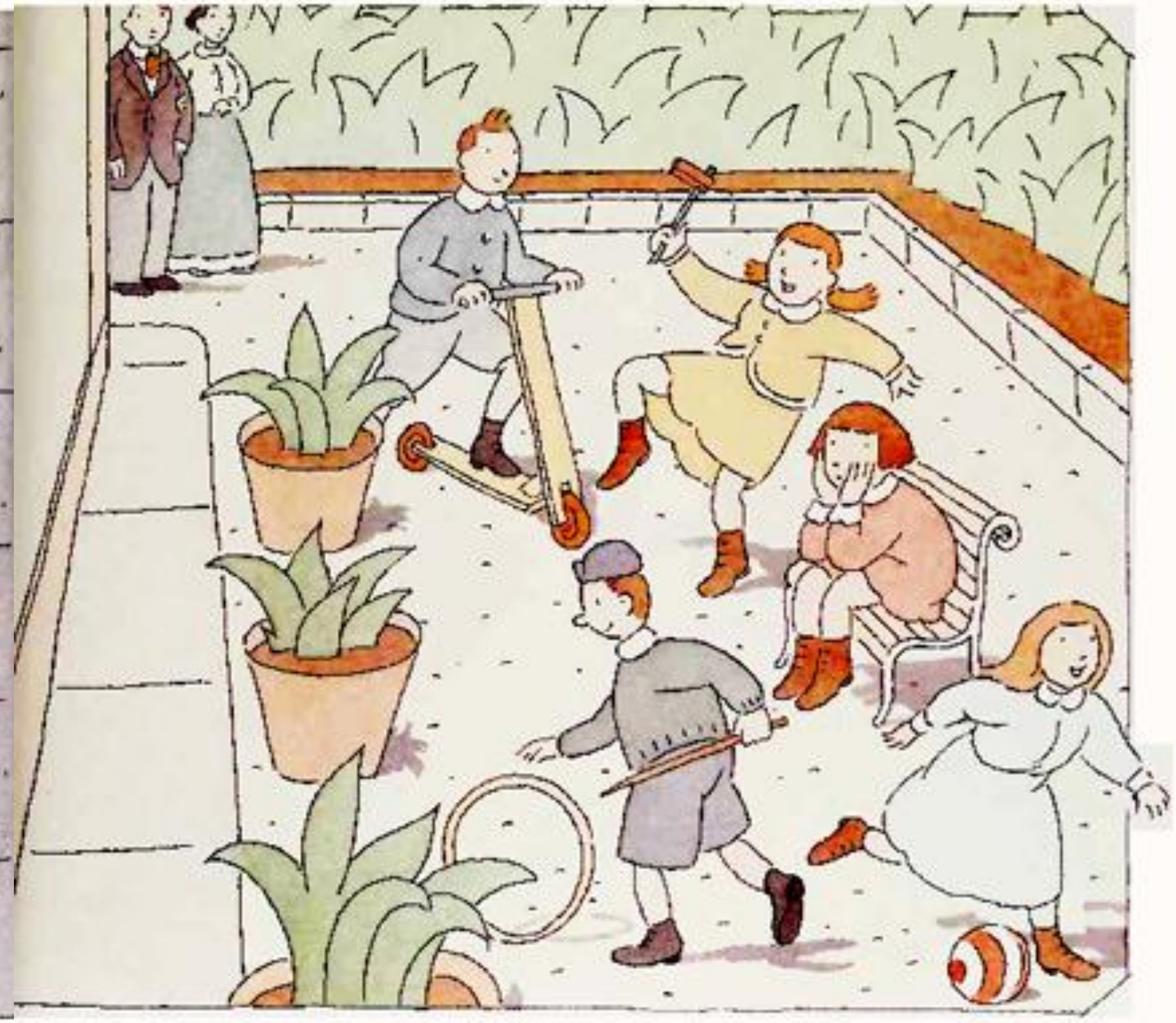
“ওঃ! ভুল হয়ে গেছে। আমায় ক্ষমা কর!” মেরী বলল। “আমি ইচ্ছে করে করিনি।“বলেই সে কাঁদতে শুরু করল।

"আমি ব্রন্যাকে ওই অক্ষরগুলো বাক্সে রেখে নিজে নিজে পড়তে সাহায্য করতাম” কাদতে কাঁদতে সে বলল, “আর ওইভাবেই আমি শিখে গেছি। খুব সহজেই শিখে গেছি। আমায় ক্ষমা কর! আমায় ক্ষমা কর!“

বাবা আর মা অনেক করে মেরীকে বোঝাতে চাইলেন যে সে কিছু খারাপ করে নি, কিন্তু এত ছোট বয়সে কেউ সাধারণত পড়ে না। তার সবে চার বছর বয়স। তার মনে ক্লান্তি এসে যেতে পারে, পরে আর পড়তে ভাল নাও লাগতে পারে।

আর, সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা মেরীকে বিস্ময় বালিকা বানাতে চান না।



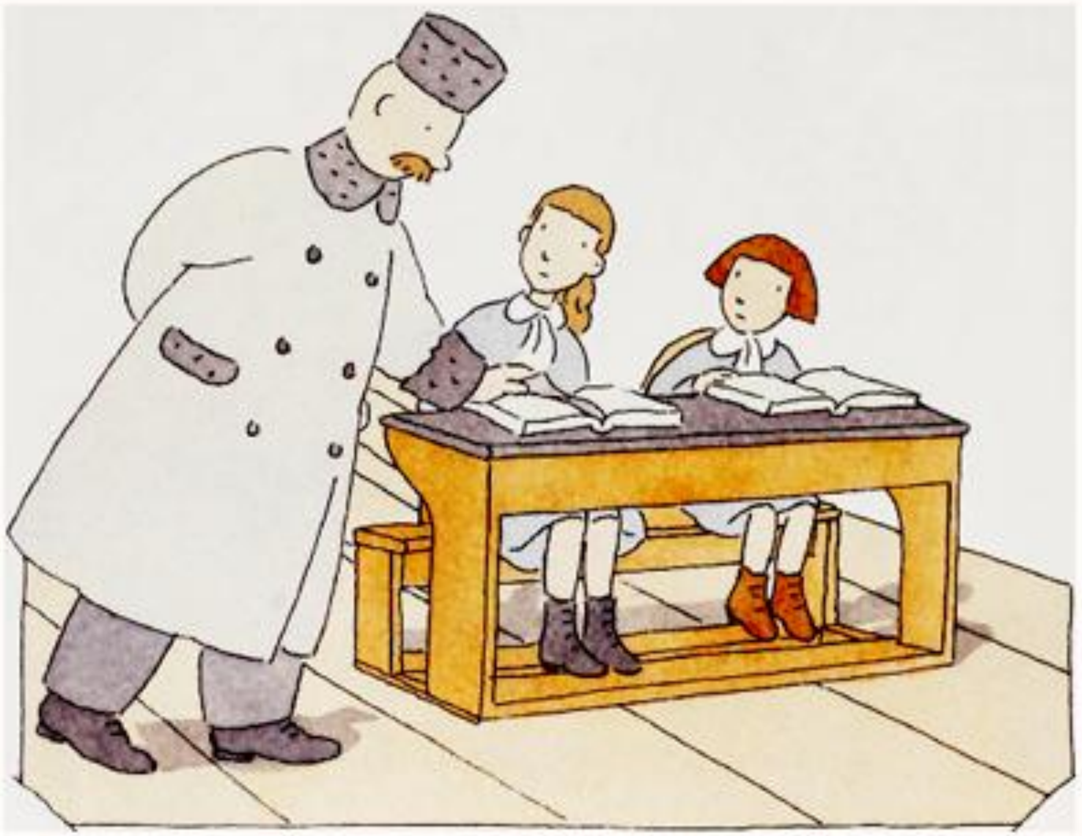


সেই দিন থেকে, তার মা বাবা মেরীর উপর লক্ষ্য রাখতেন যাতে বই পড়তে না বসে সে। তার ভাই আর বোনেদেরও এই একই নির্দেশ দেওয়া ছিল। মেরীর শুধু খেলার কথা।

তাদের বাড়িতে প্রতিবার কেউ চেঁচালেই তার প্রতিধ্বনি শোনা যেতঃ "আন্সুপেচিও পড়ছে!”, আর তখুনি যে তার পাশে থাকত, সে মেরীর বই কেড়ে নিত আর তাকে বাগানে নিয়ে যেত খেলতে।

সেই দিন থেকে তার মা বাবাকেও সবসময় যেন এক ছোট মেয়ের গলা তাড়া করে বেড়াত আর তারা বিদ্ধস্থ হয়ে যেতেন, “আমি পড়তে পারি? আমায় পড়তে দেবে?”

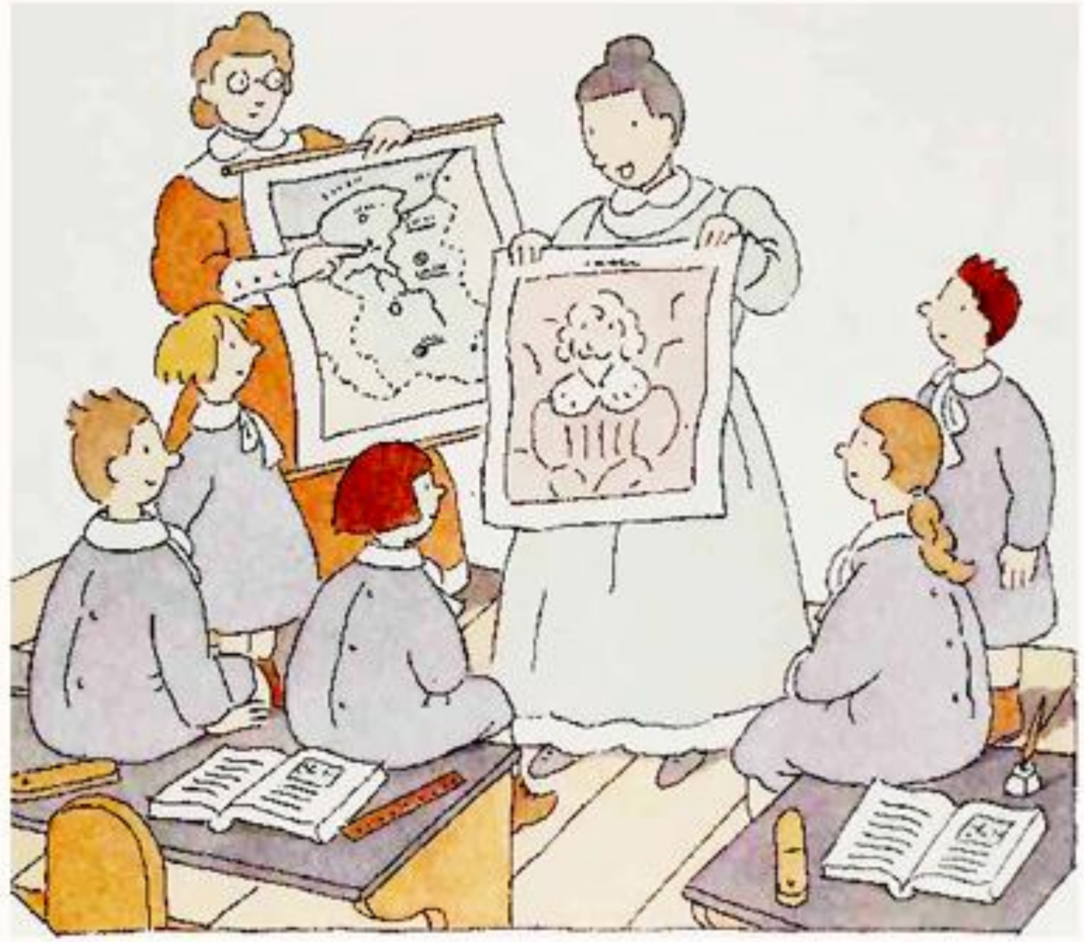
অবশেষে তার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে মেরীকে তার বয়সের তুলনায় আগেই স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। তার বুদ্ধি আছে, তাই তার সঠিক পরিচালনা প্রয়োজন।



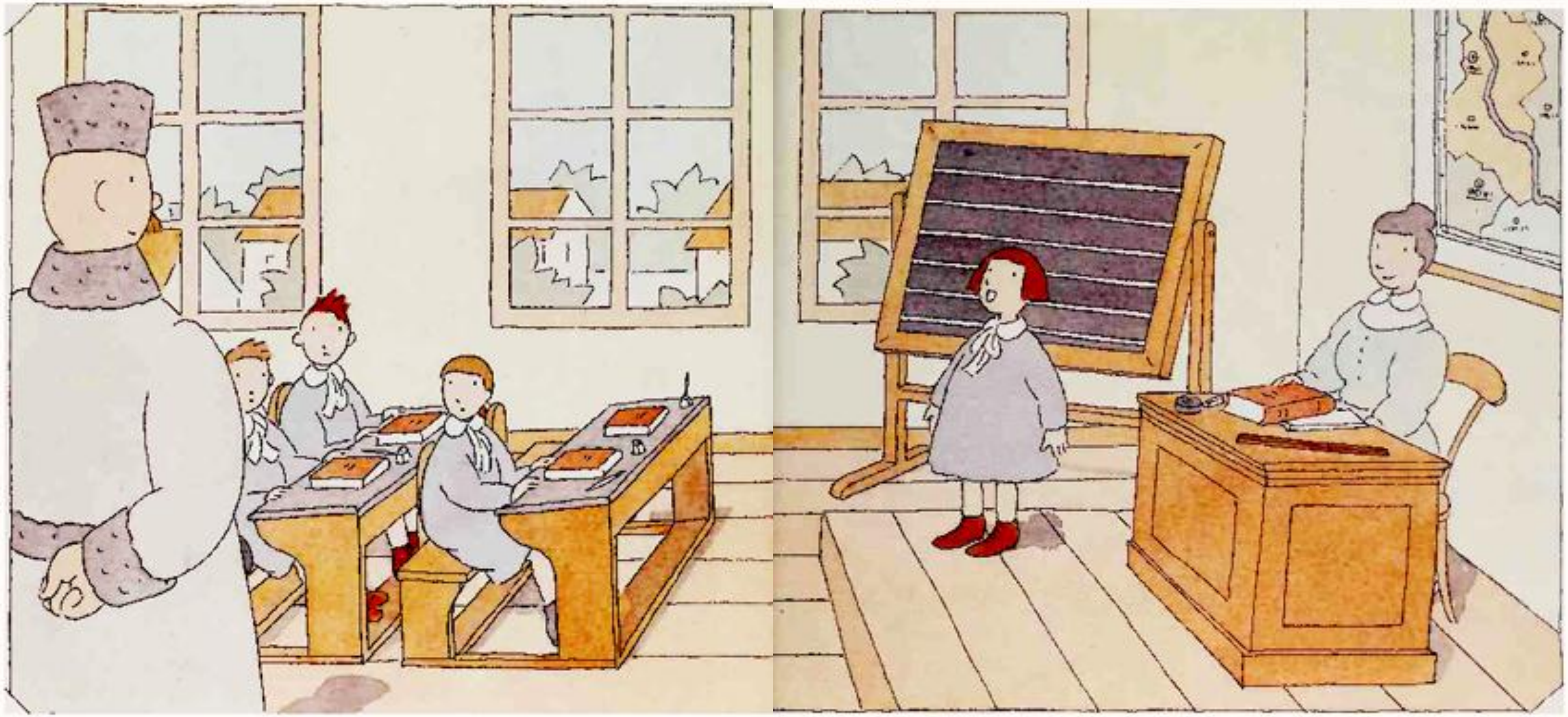
যদিও স্কুলে মেরী সবার থেকে ছোট ছিল, কিন্তু সে সবার চেয়ে বুদ্ধিমতী ছিল।

তখন মেরীদের দেশ পোল্যান্ড রাশিয়ার অধীনে ছিল। তাই পোল্যান্ডের সব স্কুলে রাশিয়ার ইতিহাস পড়ানো হত আর রাশিয়ান ভাষা পড়তে ও লিখতে শেখানো হত।

খুব ঘন ঘন সেখানের স্কুলগুলোতে রাশিয়ান পর্যবেক্ষকরা আসতেন এই নিয়মাবলী ঠিকঠাক পালন করা হচ্ছে কিনা দেখতে। বেল বাজিয়ে জানানো হত তার আসার খবর।



কিন্তু শিক্ষকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নিজেদের দুর্ভাগা দেশের কথা বাচ্চাদের পড়াতেন।এটা বাচ্চাদের বিভ্রান্ত করত। কত নাম আর তারিখ তাদের মনে করে রাখতে হত!

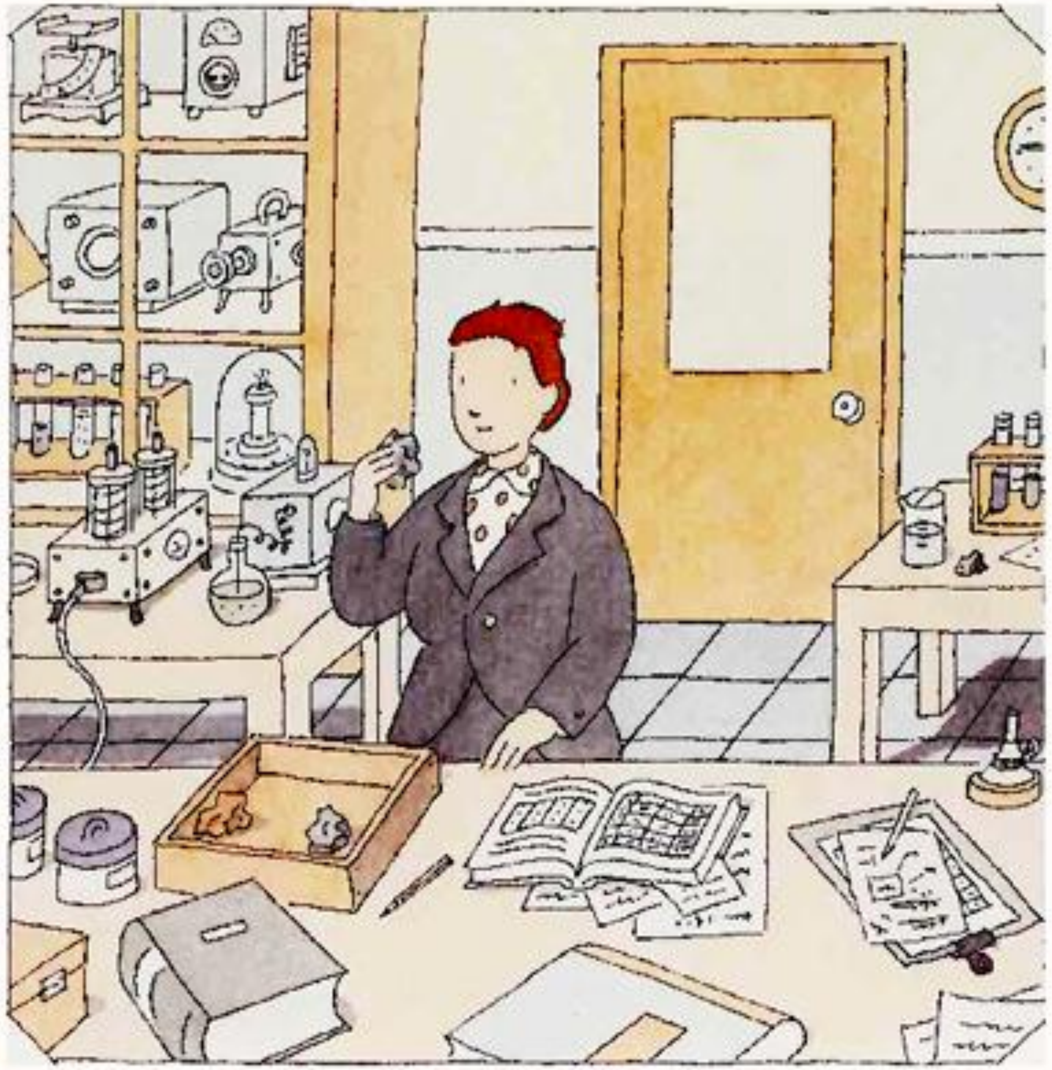


সেই পর্যবেক্ষকরা এলে, সেইসময় মেরীই সবাইকে বাঁচাতো, কঠিন সব রাশিয়ান নাম আর তারিখ নির্ভুল মনে রেখে আর একটুও না ভুল করে আর না ঘাবড়িয়ে উত্তর দিয়ে।

পর্যবেক্ষকরা খুশী হয়ে চলে যেতেন। কিন্তু তারা চলে গেলে ভীষন আবেগপ্রবন, ছোট্ট মেরী পাগলের মত কাঁদতে থাকত।

এরপর সময়ের সাথে মেরীর কথায় কথায় কাঁদার অভ্যেসটা চলে গেল। কিন্তু তার শেখার ইচ্ছে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসা বেড়েই চলতে থাকল।

তার বাবার ফিসিক্সের অভিনব যন্ত্রপাতিগুলো স্বপ্নেও তার মনের মধ্যে ভাসতে থাকল।



আর তাই মেরী বড় হয়ে ফিসিক্স নিয়েই পড়াশোনা করল এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হল।

তাঁর স্বামী পিয়ের কুরীর সাথে তিনি এক নতুন আর অদ্ভুত পদার্থ আবিষ্কার করলেন যার নাম হল রেডিয়াম, যার থেকে কিনা সর্বক্ষণ এক শক্তিশালী রশ্মি, তাপ, আর বিস্ময়কর নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়। এটি বিংশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত আবিষ্কার বলে মনে করা হয় আজও।

সমাপ্ত